কবিতার ভালো মন্দ

দীপক সরকার

আম কবিতাপাঠকের এক সিংহভাগেরই অভিযোগ আধুনিককবিতা। বুঝিনা। আধুনিক কবিতা অর্থাৎ ইদানীং পত্র পত্রিক া বা লিটল ম্যাগাজিনেয প্রকাশিত হয়। একটু মনোযোগী পাঠক বলেন, রবীন্দ্রোত্তর যুগেরজীবনানন্দের লেখা অনেকটাই বুজি। কিছুটা বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দেবুঝি। প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাস মুখোপাধ্যায়, নীরেন চত্রবর্ত্তী, তাদের কাছেমোট ামুটি বোধ্য। শক্তি, সুনীল প্রমুখদের কবিতা কিছু বুঝি, কিছু বুঝিনা। আর ইদানীং কালের কবিদের লেখাবহুলাংশেই বে াধের বাইরে। অবিশ্যি ব্যতিত্রমও আছে কিন্তু এই না বোঝারব্যাপারটা ব্যাপক।

কবিতার ইতিহাস চর্চয়এটা জানা গেছে যে যেখানে যেকানে মানুষের আদি সাহিত্যের নমুনা সংসক্ষিতপাওয় গিয়েছে ত া প্রায় সবটাই কবিতার নিদর্শন। অর্থৎ ছন্দোবদ্ধ। গ্রীস,চীন জাপান, এ্যাংলো - সাক্সন বা মিশর যেকোন প্রাচীন সভ্যদেশের এটাইসাহিত্যের আদি রূপ। ভারতবর্ষও এর ব্যতিত্রম নয়। যেহেতু সাহিত্য চর্চারশু মূলত কবিতার আঙ্গিনা থেকে, তাই কবিতার একটা আলাদা গুত্ব আছে।

বাংলা সাহিত্যের শুর নিদর্শনও কবিতা। বাংলার আদিমসাহিত্য পদ্য সাহিত্য (প্রথম চৌধুরী)। বাংলার এই আদিমসা হিত্যের রূপটি এখন বেশ জবরদস্ত। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্যহৃষ্টপুষ্ট শাখার মধ্যে কবিতার শাখাটি সমৃদ্ধতম। চর্য্যপদ থেকে শু।এখনও অজস্র কবিতা ফোটে বাঙালীর কনিষ্ঠতম সাহিত্যিক্যের কলম থেকে।প্রা ওঠে। এর সবই কি কবিতা ? ভ ালো কবিতা?

ছোটবড় যে কোনসাহিত্যপত্র খুললেই খবিতার সম্ভার চোখে পড়ে। লিট্ল ম্যাগাজিনের অনেকটাইকবিতার দখলে। শুধুমাত্র কবিতার পত্রিকাই প্রচুর। এ ছাড়া কবিতারবই-----অসংখ্য।

কবিতার একটা লাগাতারবিচার বিশ্লেষন দরকার। কবিতার স্বার্থেই। গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েপ্রতিষ্ঠানিক সংস্থার পৃষ্ঠাপোষণায় জবরদস্তিপাঠককে কবিতার নামে কিছু বুদ্ধিজীবী কবিদের বাগাড়ম্বর, প্রচারসর্বস্ব অক্ষম রচনা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। বন্ধ হওয়া প্রয়োজনতথাকথিত কবিদের পরস্পর পৃষ্ঠকন্ডূয়নও।

কবিতা, কেউ কেউবলেন, ‘aheightened form of speech’ ।প্রাচীনকালে এই heightened form কে দেখা গেছে বিভিন্ন দেশেরধর্মবাণী, উপদেশাবলী, কৃষকদের প্রতি লৌকিক পরামর্শ, জ্যোতিষচর্চা ও মাহাজাগতিক ইত্যাদি বিষয়ের লিখিত রূপে। ত্রমশঃ এর form পাল্টেছে । Language কে আর সর্বদা heightened হওয়ার প্রয়োজনপড়ে না। নানা ধরনের পরীক্ষা মধ্যে দিয়ে কবিতা বহুদূর এগিয়ে এসেছে।পরীক্ষা নিরীক্ষা এখনও চলছে। সৃষ্টি হয়েছে কবিতার নান াধরনের সংজ্ঞা। সহিত্যের মহাজনেরা বিভিন্ন সময়ে কবিতার বিভিন্ন সংজ্ঞাসংযোজিত করে কবিতার গুত্ব বাড়িয়েছেন। কবিতার কত যে সংজ্ঞা একমাত্রগবেষকরাই তার উত্তর দিতে পারেন। কবিতার এই বহুবিধ সংজ্ঞার নির্য্যসবিশ্লেষণে একটা

মূল কথা বেরিয়ে আসে যে ছন্দোবদ্ধ শব্দরঙ্গই কবিতার ভিত্তিভূমি।মহাজনদের সবগুলো সংজ্ঞাকেই শিরোধার্য করে ছন্দোবদ্ধ শব্দরঙ্গকে কবিতার কথামেনে নিলে ব্যাপারটা সহজে বোধগম্য হয়।

উপরের সংজ্ঞাটি অনুসরণকরলে এটা পরিষ্কার যে কবিতায় শব্দ এবং ছন্দ দুটি মূল components কবিতায় শব্দআছে। তবেবিশেষ বিন্যাসে। মালার্মের তত্ত্ব শব্দই কবিতা কথাটা যত সহজ, প্রয়োগেততটা নয়। এই বিশেষভাবে বিন্যাস্তশব্দবন্ধ ছন্দোবদ্ধ হলেই কবিতার একটারূপরেকা তৈরি হয়। এখন শব্দ মানে কি যে কোন শব্দ ? বর্তমানপ্রেক্ষিতে -----নিশ্চয়ই হ্যাঁ। কবিতায় প্রযুক্ত শব্দের কৌলিন্য বহুদিন হলো ঘুচে গেছে, দেশ লৌকিককথ্যভাষার শব্দ প্রয়োগ অনেক কবিতাই এখন ঝলমলে। লেখ্য ভাষার শব্দেরসঙ্গে তাদের সহাবস্থান বাংলা কবিতাকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। এরদৃষ্টান্ত বাংলা কবিতা পাঠকের অজানা নয়। খুব বেশি সময়ের কথা নয় ----কবিতায় স্লঙ্গশব্দটির ব্যবহারের জন্য জীবনানন্দকে আধ্যাপনার চাকুরীটি খোয়াতে হয়েছিল।এখনতো হাংরি জোনারেশন এর দৌলতে বহু স্ল্যাং (এটির বাংলা প্রতিশব্দআমার জানা নেই) শব্দ বাংলা কবিতায় ঠাঁই পেয়ে গিয়েছে। তাই শব্দ নিয়েছুঁৎমার্গের এখন আর কোন অবকাশ নেই বাংলা কবিতায়।

দ্বিতীয় component টি হলো ছন্দ। শব্দতরঙ্গেরছন্দোবদ্ধতা --- ব্যাপারটা পুরোপুরিই টেকনিক্যাল। চন্দের লাগাতারপরীক্ষা চলেছে বাংলা কবিতায়। প্রাচীন পায়র বা অক্ষরবৃত্তথেকে পশ্চিমী সনেট, ট্রিয়োলেট, ভিলানেল, ব্যালাড প্রভৃতি বহু ছন্দেরআমদানী দেখেছে বাংলা কবিতায়। এ এক স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া।

কবিতার ভালো মন্দআলোচনায় এ সব প্রাসঙ্গিক। তবে চূড়ান্ত নয়। অনেক সময়ে সুচাছন্দোবদ্ধ শ্রেষ্ঠশব্দসমূহও কবিতা হয়ে উঠতে পারে না। আবার কখনো শিথিলঅথবা স্বাধীন ছন্দে আবদ্ধ শব্দবন্ধও নিশ্চিত কবিতা হয়ে ওঠে।

শব্দ ও ছন্দ নিয়ে এটুকু আলোচনায় কবিতার ভিত্তিভূমিসম্বন্ধেএকটা ধারণা গড়ে নেওয়া যায়। কিন্তু মূল বিষয়টি হলো এরভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে কবিতার ভালো, হয়ে ওঠা। এই কবিতার ভালো হয়ে ওঠা একটা জটিলব্যাপার।কোন্‌টা কবিতা হয়ে উঠেছে, কোন্‌টা হয়ে ওঠেনি, কি করে বোঝা যাবে ? কে বিচার করবে ? তারযোগ্যতার নিরিখ কি?

‘Poetry is rhythmical, nottranslatable, irrational, non-symbolic, concrete, and characterized bycontended aesthetic affects.’- characteristics of poetry সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে মার্কসবাদী চিন্তাবাদ-এর এই মন্তব্যটি elaborate contended aesthetic affects কথাটি নিয়ে আবার ধন্ধে পড়তে হয় এবং aesthetic শব্দটি বিপুল আলোচনা সাপেক্ষা। ভালো লেখাখারাপ লেখা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা স্পষ্ট বক্তব্যছিল যেটা বিশেষপ্রণিদানযোগ্য। তার উপদেশবাণী ছিল যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে,লিখিয়া দেশের ও মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে পারেন তবে লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেনতাহাদিগকে.....নীচ ব্যাবসায়ী মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। এ প্রসঙ্গেমৈত্রেয়ীর চিরন্তন জিজ্ঞাসা ---যাহা আমাকে অমৃতের সন্ধান দিবে না, তাহালইয়া আমি কি করিব ? -----এও আমদের গভীর মনোযোগ দাবী করে।

কোন কবি ব্যক্তিগতঅনুভূতিমালা ছন্দোবদ্ধ শব্দবন্ধে সাজাতেই পারেন, কিন্তু পাঠক হিসেবে সেইকবিতা আমার কাছে যদি কিছুই বহন না করে আনে, সেটি মন্দ কবিতা। আবারছন্দোবদ্ধ শব্দবন্ধে কোন কবির ব্যাক্তিগত অনুভূরি যদি সর্বাঙ্গীন হয়ে ওঠে.পাঠকেরা যদি তার মধ্যে নিজেদের আবিষ্কার করে আনন্দিত বা শিক্ষিতহন---সেটি ভালো কবিতা। মৈত্রেয়ীর চিরন্তন জিজ্ঞাসার মত যাহাআমাকে.....। এই অমৃতের ব্যাখ্যা পাঠকের নিজের।

কবিতার ভালো মন্দবিচারে পাঠকই শেষ কথা। এ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। যে কবিতা পড়েপাঠকেরা আনন্দিত হবেন, তাদের চেতনায় কোন নতুন উন্মেষ ঘটবে, সে কবিতা স্বাগত। লিট্‌ল ম্যাগ্‌ বা প্রাতিষ্ঠানিকপত্রিকাগুলিযে অসংখ্য কবিত

া ছাপা হয়, বলতে দ্বিধা নেই, তার অধিকাংসইকবিতা নয়। কেননা সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি। কবিতা লিখিয়েউচচাকাঙক্ষীদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, কবিতা ছাপাতে দেবারআগে কবিতাটি নিয়ে নিজের ভিতরে গভীরভাবে introspect কন। যা কিছু খামতিতখন নিজের কাছেই স্পষ্ট হবে। নিজেকে পাঠকের জায়গায় বসিয়েকবিতা টিকে বার বার পড়ুন, কবিতার ভালো মন্দ তখন নিজেই বুঝতেপারবেন। দুর্বোধ্যতার দায়ভাগ তখন আর পাঠকদের ঘ াড়ে চাপাবারদরকার হবে না। করিরা, উন্নসিক হবেন না। কিঞ্চিৎ বিখ্যাত হলেই যা লিখবোতাই কবিতা হবে, এমন অ ান্তুতুষ্টিতে ভুগবেন না। কবিতায় উন্নাসিকতারকোন স্তান নেই। শব্দবদ্ধ ছন্দোবদ্ধতা ইত্যাদি নিয়ে কবি চিন্তাকরবেন। প াঠক দেখবেন সামগ্রিকভাবে সেটি কবিতা হয়ে উঠেছে কিনা তারশব্দচয়ন এবং ছন্দের টেকনিক্যালিটিস নিয়ে। তা তঁ াদের ভালো লাগছে কি না।

এই প্রসঙ্গে একটাকথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য --- বিভিন্ন লোকের ভালো লাগে বিভিন্ন রকম।এর নিরিখ কি ? এই নিরিখের কোন পূর্ব নির্দিষ্ট মাপকাঠিনেই। অনেকে বলে থাকেন শিল্পের (এর মধ্যে কবিতাও আছে)উৎকর্ষের একমাত্র সময়। যা কিছু সময়োর্ত্তীণ তাই মহান। কথাটা আংশিক সত্য।প্রাক্ স্বাধীনতাযুগে তাৎক্ষণিক বিষয় যে সব কবিতা সেই যুগেআলে াড়ন সৃষ্টি করেছিল, সেগুলি কি মূল্যহীন ? সে সব কবিতা একন আরপড়া হয় না যদিও, তবুও সেগুলি কবিতা এবং নিশ্চ য়ই ভালো কবিতা। তাইএই নিরিখটা পাঠকের নিজেকেই স্থির করতে হবে যেটা মোটামুটিসর্বজনগ্রাহ্য এবং এই স্থির করার জন্য চাই পাঠকের একটা শিক্ষিতবোধ যা নিয়মিত কবিতা পড়ে, বিশ্লেষণ করে ভালো লাগার, মন্দ লাগার ক ারণনির্ণয় করে। মার্গ সংগীত বুঝি না বলে সংগীত মন্দ --- মূর্খের মত এ নির্নয়ে নাগিয়ে মার্গ সংগীত বোঝের মত নিজেকে শিক্ষিত করে যদি বলি এটা ভালোওটা মন্দ তবেই সেটা সাধারণ্যে যুক্তিগ্রাহ্য। উপভোগ্যতার ক্ষেত্রে একটাসাধ ারণ উপমা দিই----টি.ভি.--র পর্দায় যখন কোন batsman কে লেট্ কাট্ মেরেবাউন্ডারী করতে দেখা যায়, দর্শকেরা উল্লনিত হন। কিন্তু যিনি ক্রিকেট খেলেন বা বোঝেন তাঁর কাছেলেট্ কাট্ মারার মধ্যে যে নিপুণ দক্ষতা এবং শিল্পকর্ম অ াছে ---সেটাস্পষ্ট হয়ে আরও বেশি উপভোগ্য মনে হয়। অর্থাৎ খেলাটা বোঝেন বলেবাউন্ডরির সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য অনুভব করে সাধারণদর্শকের চেয়ে তিনি অনেক বেশি আনন্দ পান।

একজন প্রাকরেছিলেন এত সব বোঝা বুঝি শিক্ষা দীক্ষা যদি একটি কবিতা পড়ারজন্য দরকার হয় তবে কি একজন অল্পশিক্ষিত অথচ সংবেনশীল মানুষকবিতা পড়বেন না। তাঁদের কী হবে ? শিক্ষা দীক্ষা বোঝাবুঝিরব্যাপারে আমি কোন academic শিক্ষার কথা বলতে চাই নি। একটি সংবেদনশীলমনই যথেষ্ট। তবে পাঠকদের কাছেও আমার একটি বিনম্র আনুরোধ ---- সবকাজের জন্যই যেমন সলতে পাকানোর অবকাশ থাকে, কবিতা পাঠের ক্ষেত্রেও সেটি আবশ্যক এবং সল্তে পাকানোর জন্য এমন কিছু বিশেষ উপকরণেরদরকার হয় না।

কাব্যের রসাস্বাদন মূলতঃ তার বিষয়গত ভাবনা বাদর্শনের উপর নির্ভরশীল। এর বৈচিত্র বা গভীরতায় কাব্যের উৎকর্ষেরবিচার। কিন্তু এই কেন্দ্রীভূত ভাবনা বা দর্শনই কোন কবির বা কাব্যের শেষকথা হতে পারে না। কেননা কবিতার সর্বাত্মক বিচারে অন্যান্য সম্পৃক্ত বিষয় যথাভাষা, ছন্দ, চিত্রকল্প, রূপক, প্রতীক প্রভৃতির অবশ্য মূল্যনিরূপণও কর্তব্য। (বর্তমান লেখক, ক্ষপণক, সপ্তম সংকলন, আশ্বিন১৩৭৪)। নিরিখ স্থির করতে উৎসাহী পাঠকদের উপরি-উক্ত মন্তব্যটির প্রতি দৃষ্টিআকর্ষণ করি। ঐ পত্রিকাটিতেই মান্য কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন আরযারা পাষন্ডনয়। মোটেই সাম াজবিরোধী নয়, দেশের সেই কয়েক কোটিনগ্ন অভুক্ত মানুষের দুর্দিনে আমি বিদ্যাসগর না হতে পারি, যেন সাম ান্যবিচলিত হই। সেই আমার মানবধর্ম। আমার কবি ধর্ম ? (কবিতার ধর্ম -বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)। এটি উদ্ধৃত করলাম সেই নিরিখ স্থির করার রূপরেখা তৈরি করতে।

অসংখ্য ভালো কবিতামণিমুক্তোর মত বাংলা সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। পাঠকেরা নিশ্চয়ই তা পড়েছেন।তাই কবিতার মন্দ নির্নয়ে তাঁদের অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।এর উপরনিজের বিচার বিবেচনা তো আছেই।

কবিতা বোঝার Christopher Caudwell -এর একটি সুন্দরকথা স্মরণ করি। তিনি লিখেছেন---কবিতা ‘expresses a whole new world of truth’ । যে কবিতায় সত্যের এই নতুন জগৎউন্মোচিত সেটি নিঃসন্দেহে ভালো কবিতা। মন্দ কবিতানির্দ্বিধায় বর্জন কন। কবিতা অঙ্গনের কিছু আবর্জনা আপনিই পরিষ্কার হবে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com